গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন ২, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নং- ৩৮.০১.০০০০.১০৭.২৯.০০২.১৯ -৮৮৩

তারিখ: 22 শ্রাবণ, ১৪২৬। / 05 আগস্ট, ২০১৯।

বিষয়: মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তরসমূহের বাছাইকৃত ইনোভেশন এর ব্রিফ প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২ জুলাই, ২০১৯ তারিখের মাসিক সমন্বয় সভার ৫ (খ) নং সিদ্ধান্ত ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে, বিগত ২০ মে, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ইনোভেশন ফেয়ার ও শোকেসিং এ বিভাগীয় পর্যায়ে ০৩ টি এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ০৩ টি মোট ০৬ টি উদ্ভাবনী ধারণা রেপ্লিকেশন ও বৃহত্তর আকারে পাইলটিং এর জন্য নির্বাচন করা হয়।

২। এমতাবস্থায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সূত্রে বর্ণিত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত মেন্টরগণকে ইনোভেশন ধারণাগুলোর একটি তালিকা (কপি সংযুক্ত) ও ব্রিফ পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসহ প্রেরণ করা হলো।

প্রাপক : জনাব...
পদবী...
কর্মস্থল...
নিজ জেলা্‌ঃ..............................
দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলাঃ................................
....

05.08.19
মোঃ সাবের হোসেন
পরিচালক (প্রশাসন)

স্মারক নং- ৩৮.০১.০০০০.১০৭.২৯.০০২.১৯-৮৮৩

তারিখ: 22 শ্রাবণ, ১৪২৬। / 05 আগস্ট, ২০১৯।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১। চীফ ইনোভেশন অফিসার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
২। সচিব এর একান্ত সচিব, প্রাগম (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/সুপারিনটেনডেন্ট (সকল) ....জেলা।
৪। জনাব..উদ্ভাবক..........................উপজেলা...........................জেলা।
৫। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর,ঢাকা (মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৬। অফিস কপি।

ইনোভেশন শোকেসিং ২০১৯-এ জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে রেপ্লিকেশনের জন্য বাছাইকৃত ইনোভেশন ধারণার তালিকাঃ

বিভাগীয় পর্যায়ে রেপ্লিকেশনের জন্য নির্ধারিতঃ

ক্রমিক নং	উদ্ভাবকের নাম ঠিকানা	আইডিয়ার শিরোনাম	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	জনাব মো: জয়নাল আবেদীন, প্রধান শিক্ষক, চুনঘর সপ্রাবি কুলাউড়া, মৌলবীবাজার। মোবাইল নং: ০১৭২৬০০৪৭৭	মোবাইল মাসী (বিদ্যালয় বন্ধু)	মোবাইল মাসী বা বিদ্যালয় বন্ধু হচ্ছেন বিদ্যালয় ক্যাচমেন্ট এলাকার কিছু উদ্যমী মহিলা অভিভাবক। যাদের কাজ হচ্ছে বিদ্যালয়ের অনুপস্থিত অথবা ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের কে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা।এক্ষেত্রে মোবাইল মাসীরা শিক্ষক ও অভিভাবকের মাঝে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে থাকেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে শিক্ষকদের সাথে তারা নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকেন। বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকাকে বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে ভাগ করে এক একটি গুচ্ছ এরিয়া তৈরি করে প্রতিটি গুচ্ছে একজন করে মোবাইল মাসী কে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ইনোভেশন কার্যক্রমের ফলে শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক অনুপস্থিতির কারণ জেনে বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি ও ঝরে পড়া রোধ করা যায়।
২	জনাব মো: শাহ্ আলম, প্রধান শিক্ষক, টেমার সপ্রাবি, গ্রাম: টেমার, ডাকঘর: সেরাল, আগৈলঝাড়া, বরিশাল মোবাইল নং: ০১৭১৬২৪৭২০৬ ইমেইল	থিম বেইজ ক্লাসরুম (বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস)	বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস: এ থিমের আলোকে বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিকক্ষকে প্রাসঙ্গিক ছবি ও বর্ণনা দিয়ে সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে। যেখানে প্রবেশ করে যে কেউ বাঙ্গালীর মুক্তি সংগ্রামের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। শ্রেণি কক্ষটিকে ১৯৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাঙ্গালীরা পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য যে সকল সংগ্রাম করেছিলেন তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তিতুমীরের বাশেঁরকেল্লা, মঙ্গল পান্ডের সিপাহী বিদ্রোহ, বঙ্গভঙ্গ, সূর্যসেন, প্রীতিলতা, খুদিরামের স্বদেশী আন্দোলন, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭ সালে বিট্রিশদের নিকট থেকে পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা,১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (বর্তমান আওয়ামী লীগ), ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা, ১৯৬৯ এর গনঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামি লীগের বিশাল বিজয়, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫শে মার্চ এর কালরাত এবং অপারেশন সার্চলাইট,বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা, মুজিবনগর সরকার গঠন, ১৯৭১ সালে জুলাই মাসে আতাউল গনি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে মুক্তিবাহিনী গঠন এবং ১১টি সেক্টরে দেশকে বিভাজিত করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা, পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সক্রিয় সহযোগিতা, পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় এবং নিয়াজির জগজিৎ সিং ও এ কে খোন্দকার এর নিকট আত্মসমর্পনের ছবি ও ক্যাপসন দিয়ে বিদ্যালয়ে একটি কক্ষ সজ্জিত করা

			হয়েছে। এর মাধ্যমে বাঙ্গালীর শত শত বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অবদান শিক্ষার্থীরা এক নজরে দেখতে ও বুঝতে পারবে। ক্লাসটি মাল্টিমিডিয়া। এখানে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা ও ডকুমেন্টারি শিক্ষার্থীদের দেখানো হয়।
৩	জনাব মো; আশরাফুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক, ৫৮ নং আল্লারদর্গা সপ্রাবি, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া। মোবাইল নং: ০১৭১১৪৮০০১৬	"The student of the day" স্থাপন	বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষের সামনে "The student of the day" স্থাপন করার জন্য নিয়ম ও উদ্দেশ্যাবলীর বোর্ড লাগিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণির সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী নিয়ে একজন দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক কর্তৃক এ ইনোভেশন পরিচালিত হবে। প্রতিদিনের সার্বিক ভালো দিকগুলোর প্রতি খেয়াল রেখে উল্লিখিত তিন শ্রেণির একজন করে শিক্ষার্থী বাছাই করে "The student of the day" নির্ধারণ করার ব্যবস্থা এতে রয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর আচার আচরণ, পড়াশোনার বিষয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্কুল ড্রেস, ছোটদের প্রতি স্নেহ, বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন,ভালো দিকগুলো অর্জন, খারাপ দিকগুলো বর্জন, শিক্ষকের নিদের্শনা মেনে চলা, ভদ্রতা বজায় রাখা, দুষ্টামি পরিহার করা, গ্রুপ ওয়ার্ক, শ্রেণিতে মনোযোগী হাওয়া, দৈনিক সমাবেশে সক্রিয় অংশগ্রহণ/ প্রতিনিধিত্ব করা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষক প্রতিদিন ০৩ জন শিক্ষার্থী বাছাই করবেন। অন্যান্য শিক্ষকগণ এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষককে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন। বাছাইকৃত শিক্ষার্থীর নাম "The student of the day" এর নির্ধারিত স্থানে ছুটির সময় শিক্ষক লিখে রাখবেন এবং বিদ্যালয়ের এ বিষয়ে রেকর্ড রাখার জন্য রেজিস্টারে লিখে সংরক্ষণ করবেন।

জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে বৃহত্তর পাইলটিং এর জন্য:

ক্রমিক নং	উদ্ভাবকের নাম ঠিকানা	আইডিয়ার শিরোনাম	আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	মুনিরা ইয়াসমিন, সহকারী শিক্ষক,মোহাম্মাদীয়া সপ্রাবি, দক্ষিণহালি শহর, ৩৯ নং ওর্য়াড চট্টগ্রাম মোবাইল নং: ০১৭৫২০৮৯৩২০	"Kids Creative Class"	শিশুরা কল্পনা প্রবণ। তাদের এই কৌতুহল অসীম । সৃষ্টিশীল কর্মোদ্দম, অফুরন্ত আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে সৃজনশীল কার্যে অর্ন্তভূক্ত করাই মূলতঃ Kids Creative Class এর লক্ষ্য। এ কার্যক্রম প্রচলিত গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে শিশুদের লেখাপড়া সহ অন্যান্য সহায়ক কাজ করতে আরো বেশি আগ্রহী করে তুলবে বলে প্রত্যাশা। **প্রচলিত শিখন শেখানো কার্যক্রমের অসুবিধা সমূহ:** যেহেতু আমাদের বিদ্যালয়ের শিশুরা বেশিরভাগ নিম্নআয়ের পরিবার থেকে আসে সেক্ষেত্রে তাদের পরিবারে বিনোদনের সুযোগ খুবই কম থাকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তারা অন্যের বাড়িতে কাজ করে তারপর স্কুলে আসে এবং বেশিরভাগ সময়ই পড়ালেখায় মনোযোগ থাকেনা। তারা শ্রেণিতে হৈচৈ করে ফলে যথাসময়ে নির্ধারিত পাঠ শেষ করতে পারেনা। মূলতঃ এ সমস্যা থেকে উত্তরনের লক্ষ্যেই Kids Creative Class পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়- যাতে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার একঘেয়েমি ভাব কাটিয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটিয়ে, স্বনির্ভর ও আত্নবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। **এ ক্লাশের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধা সমূহ:** এ ধরনের ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা, সৃজনশীলতা বিরাজমান তা বিকাশের সুযোগ পাবে। আনন্দ, উদ্যম সহ আত্মনির্ভরশীল হবে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মান উন্নত হবে, বিদ্যালয়ের উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাবে। Kids Creative Class যেহেতু আমাদের হাতের কাছে প্রাকৃতিক উপকরণ: যেমন গাছের পাতা, কাগজ, ফেলনা জিনিষ, সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের উপকরণ ব্যবহার করে পরিচালনা করা হয় সেহেতু এ ক্লাসটি যে কেউ যে কোন সুবিধাজনক সময়ে পরিচালনা করতে পারে। এ ক্লাসটি পরিচালনায় বাড়তি কোন আর্থিক খরচের প্রয়োজন পড়ে না এবং তা সময়সাপেক্ষ নয় এবং শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জিনিস বানানো শিখে আনন্দ পায়। Kids Creative Class থেকে বিভিন্ন কাগজ, প্লাস্টিকের বোতল, পাতা, টিস্যু থলে দিয়ে বানানো বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাস সমুহ সাজায়। এতে প্রয়োজনীয় উপকরণ বানিয়ে তারা খুবই আনন্দ পায়, তারা স্বনির্ভর হয়, তাদের আত্নবিশ্বাস বাড়ে, স্কুলে উপস্থিতির হার বাড়ে এবং তারা লেখাপড়ার প্রতি যত্নশীল হয়। এতে করে বোঝা যায় যে Kids Creative Class টি শিক্ষার্থীর ইতিবাচক দিক তুলে ধরতে সাহায্য করে।
২	জনাব সরকার মো: রিয়াজুল ইসলাম, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষ অফিস, নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ। মোবাইল নং: ০১৭৬৬২০২৩৩৪	শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও সৎ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা	এ ইনোভেশন আইডিয়া বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যালয়ের যে কোনো একটি শ্রেণিকক্ষ নির্বাচন করা হয়। শিক্ষক নির্বাচিত শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের কোনো বই দেখে দেখে লেখা, কোনো কিছু দেখে দেখে লেখা বা কোনো নোটখাতা দেখে লেখার কুফল বুঝিয়ে বলবেন। তারপর শিক্ষক শিক্ষর্থীদের একটি পাঠ লিখতে দিবেন (যে পাঠ পূর্বে পড়ানো হয়েছে)। শিক্ষক এমনভাবে বাইরে যাবেন যাতে শিক্ষর্থীরা মনে করে তিঁনি (শিক্ষক) একবারে চলে গিয়েছেন। শিক্ষক বাইরে থেকে চুপিচুপি শ্রেণিকক্ষ পর্যবেক্ষন করবেন। যেসব শিক্ষার্থী নির্ধারিত পাঠ লিখতে পারেনি কিন্তু তারা বই বা খাতা দেখে লেখেনি অর্থাৎ শিক্ষক তাদেরকে দেখে লেখার যে কুফল বুঝিয়েছেন তা তারা বুঝতে পেরেছে সেসব শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করবেন। এ কার্যক্রমটি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে অনুশীলন করা হয়। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে একটি দর্শনীয় স্থানে "আজকের বাণী" নামক একটি বোর্ড স্থাপন করবেন। যেখানে প্রতিদিন একটি নীতি বাক্য একটি কাগজে লিখে টাঙিয়ে দেবেন যাতে সকল শিক্ষার্থী তা দেখতে পায়। শ্রেণি শিক্ষকগণ

			প্রতিদিনের পাঠের শুরতে বর্ণিত নীতি বাক্যটি নিয়ে ৩/৪ মিনিট শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে সারা বছরের জন্য একটি **নীতি বাক্যের** ক্যালেন্ডার তৈরি করে নেয়া যেতে পারে যাতে পাতা উল্টিয়ে কাজটি করা যেতে পারে। মাসের শেষ বৃহস্পতিবার শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নৈতিক শিক্ষামূলক গল্প বলবেন। মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করবেন। প্রতিটি শ্রেণিকক্ষে একটি **"আমার স্বপ্ন আমার কাজ"** নামক বোর্ড স্থাপন করবেন।শিক্ষক যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের একটি ভাল ইচ্ছা বা ভালো কাজের কথা লিখে টাঙিয়ে দেবে। শিক্ষকগণ এ কাজে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন একটি ভালো কাজ করতে পরামর্শ দিবেন। কোনো শিক্ষার্থী কোনো ভালো কাজ করলে শিক্ষক সেটা টাঙিয়ে দিবেন।
৩	আকিল হোসেন, সহকারী শিক্ষক, রহমতগঞ্জ সপ্রাবি, লালবাগ, ঢাকা । মোবাইল নং: ০১৯১১৭৪৪৩২২	অনলাইন পাঠটিকা	ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রতিটি ক্লাসের সকল শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠটিকা হাতে লিখতে হয়, শিক্ষকগণকে বিরতিহীনভাবে একাধিক ক্লাস নিতে হয়। ফলে প্রতিটি ক্লাসের পাঠটিকা তৈরি করা সম্ভব হয়না বা তৈরি করতে অনেকেরই আগ্রহ থাকেনা। আবার, একজন শিক্ষকের ভালমানের পাঠটিকা অপরজন বিভিন্ন কারণে শেয়ার করতে পারেনা। প্রস্তাবিত আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে- - সকল শিক্ষক Mobile App/Online Software (www.pathtika .com) এর মাধ্যমে যে কোন পাঠটিকা তৈরি করতে পারবে। - যে কোন সময় (বিদ্যালয় সময়/অন্য যে কোন সময়) এ Mobile App/Online Software (www.pathtika .com) এর মাধ্যমে পাঠটিকা তৈরি করতে পারবে। - একবার তৈরি হলে Offiline (Internet লাগবেনা) এ অনলাইন পাঠটিকা ব্যবহার ও তৈরি করতে পারবে। - ভালমানের পাঠটিকা একজন অপরজনের সাথে Share করতে পারবে। - Mobile App/Online Software ভিত্তিক হওয়ায় পাঠটিকা তৈরিতে আগ্রহ বাড়বে। শিক্ষক কর্তৃক প্রণিত সঠিক এবং যথোপযুক্ত পাঠটিকা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। বাংলাদেশে প্রায় সকল শিক্ষক এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হলে ধীরে ধীরে পাঠটিকার একটি Database তৈরি হবে। একটি পরিপূর্ণ এবং একই বিষয়ে অধিক সংখ্যক পাঠটিকা তৈরি হলে পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ে নতুন করে পাঠটিকা করতে হবেনা। এতে পাঠটিকা তৈরি করা নিয়ে শিক্ষক চাপ মুক্ত থাকবেন এবং পরবর্তীতে তাঁর নতুন নতুন পাঠটিকা প্রণয়নে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে । - ধীরে ধীরে এ উদ্ভাবনীটি সময়োপযোগী Upgrade করে আরো অধিক কার্যকরী এবং টেকসই করা যাবে।